প্রগতি পত্র [১]

সরকারের ২০০ দিনের শাসন উপলক্ষ্যে এই প্রগতি পত্রগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কোনভাবেই নবগঠিত সরকারের বিরোধিতা করা নয়। আসলে এটা গঠনমূলক সমালোচনা। আমরা বেশ ভাল করেই জানি যে, তিন দশকের জমা করা ময়লা আবর্জনা সদ্য মসনদে বসা সরকারের পক্ষে কোনভাবেই ২০০ দিনে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। তবু ভোরের আকাশ দেখে যেমন দিনের পূর্বাভাষ করা যায় তেমনি সদ্য গঠিত সরকারের কর্মসূচি এবং তাদের গতি প্রকৃতি কিছুটা হলেও তাদের গতিপথ বুঝতে সাহায্য করে। বর্তমান প্রচেষ্টাটি সেই গতিপথ, যেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে সদর্থক আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যা অশনি সংকেত বহন করে, সেইগুলিকে খোলাখুলি তুলে ধরা। এটা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়-আসলে 'ঘা মেরে' শেখানোর চেষ্টা মাত্র।

আশা করি, এই প্রচেষ্টাকে বর্তমান সরকার সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই দেখবেন-অযথা এরমধ্যে বিরোধিতার ভুত, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা আমরা-ওরার গন্ধ খুঁজতে যাবেন না।

যে সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি মজুর শ্রেণী সেই সমাজের উন্নয়ন তো মজুর শ্রেণীর সার্বিক উন্নয়নের উপরই নির্ভর করে-একথা অতি মুর্খও বোঝে। তথাপি পর্দার আড়ালের সুতোর টানে 'উন্নয়ন ভাবনা' ভাবার সময় সবকিছু ভাবা হয় কেবলমাত্র 'মজুর কল্যাণ' চিন্তা বাদ দিয়ে। এই ভাবনার জগতে পরিবর্তন না আসলে 'দেশের উন্নয়ন' খেটে খাওয়া মানুষের কাছে কোনভাবেই অর্থবহ হবে না।

পরিবর্তনের পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র পতাকার পরিবর্তন, জামার রঙের পরিবর্তন কাঙ্খিত ছিল না। আশা ছিল রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা চলবে। পেশি শক্তির বাহুল্য কমে গণতান্ত্রিক পরিসর বৃদ্ধি পাবে, উন্নয়ন ভাবনায় খেটে খাওয়া মজুর শ্রেণীর স্বার্থের কথা অগ্রাধিকার পাবে। এখনও পর্যন্ত এই সমস্ত বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ চোখে পড়ছেই না বরং পেশি শক্তির দাপাদাপি আর সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে সংকীর্ণ দলবাজি এবং করে খাওয়ার সংস্কৃতি আগের মত একইভাবে সমানে চলছে। তবু 'আশায় মরে চাষা' শ্রেণীর মানুষ আমরা, আশায় বুক বাঁধি। দেখি না কি হয়!

---

[১] প্রগতি পত্রগুলি তৈরি করা হয়েছে শ্রমিক স্বার্থে বিভিন্ন সরকারি আইন ও প্রকল্প রূপায়ণে নতুন সরকারের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, দক্ষতা ও প্রাপ্ত ফলের বিচারে। (মঞ্চ প্রকাশিত ''মজুরের চোখে : মা-মাটি-মানুষ সরকারের ২০০ দিন'' দেখুন)। প্রতিটি প্রকল্প বা আইনের মধ্যে এক একটি বিষয়ে বা সূচকে সর্বোচ্চ নম্বর ধার্য করা হয়েছে মজুর শ্রেণীর কাছে তার গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং প্রাপ্ত নম্বরও ধার্য করা হয়েছে ফলাফলের ভিত্তিতে।

প্রগতি পত্র : ১০০ দিনের কাজ (এমজিএনআরইজিএ)

বিবরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
কর্মসংস্থান : • রাজ্যে কেবলমাত্র ৪৫৭২ টি জবকার্ডধারী (০.০৪%) বছরে ১০০ দিনের কাজ পেয়েছে। • এখনও পর্যন্ত পরিবার প্রতি গড় কাজ বছরে ১৩ দিন - বছর শেষে সম্ভাব্য গড় হতে পারে ২০ দিন। • মোট কাজ পাওয়া পরিবারের সংখ্যা ২০১০-১১'র ৫৩ লক্ষ থেকে বর্তমান আর্থিক বছরে। (২০১১-১২) হতে পারে ৩৫ লক্ষ। • দারিদ্রের কারণে রাজ্য থেকে বাধ্য হয়ে উত্তরোত্তর মজুররা ভিন রাজ্যে যেতে এবং প্রায় বাঁধা মজুরের মত কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে কেবলমাত্র এই প্রকল্পে রাজ্যের গ্রামে কর্মদিবস সৃষ্টি হচ্ছে না বলে।	২০	০
মোট খরচ : • চলতি বছরে মোট খরচ ২০১০-১১'র তুলনায় ৪০-৪৬ % কম হতে চলেছে। • মোট খরচে বেতনের অংশ বেড়েছে ৬৫ %। • 'ওভারহেড'-এর জন্য বরাদ্দ টাকার ২% অব্যবহৃত।	১০	১
সময়মত মজুর প্রদান : • এখনও ৩১ শতাংশ ক্ষেত্রে দেরিতে মজুরী দেওয়া হচ্ছে। • বিলম্বে মজুরী দেওয়ার সময়সীমায় উন্নতি।	১০	৩
দেরিতে মজুর দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ: • আইনি বাধ্যকতা থাকা সত্ত্বেও কাউকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। • একটি ক্ষেত্রে আবেদনের দু-বছর পরও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।	১০	০
বেকার ভাতা : • কাজ না পেয়ে লক্ষাধিক আবেদনকারী বেকার ভাতা পাবার কথা- বেকার ভাতা দেবার জন্য কোন নিয়মবিধি এখনও তৈরি হয়নি।	১০	০
উন্নয়ন ও এনআরইজিএ (১০০ দিনের কাজ) • রাজ্য সরকার যদিও আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত এবং উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল তথাপি ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা সঠিকভাবে রাজ্যের 'উন্নয়ন' কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না।	১০	০
উন্নয়ন ও এমজিএনআরইজিএ : জঙ্গলমহলে • মাত্র ৭৩৩ টি পরিবার বছরে ১০০ দিনের কাজ পেয়েছে। • পরিবার প্রতি গড় কাজ ২০১১-১২ তে এখনও পর্যন্ত হয়েছে ১৫ দিন। বছর শেষে সর্বাধিক হতে পারে ২৩ দিন। • ২০১০-১১ তে যেখানে জবকার্ডধারীদের প্রায় অর্ধেক পরিবারকে কাজ দেওয়া হয়েছিল- বর্তমান আর্থিক বছরে অনুমান করা হচ্ছে হয়ত ৩৬ % পরিবারকে কাজ দেওয়া যাবে-এখনও পর্যন্ত এক চতুর্থাংশ কাজ দেওয়া হয়েছে।	১০	০
এমজিএনআরইজিএ তে নারী মজুর : • নতুন মজুরী হারে নারী মজুরদের জন্য আগের তুলনায় বর্ধিত কাজের পরিমাণ নারী মজুরদের কাজে বাধা হবে। • নারী শ্রমিকদের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রান্তিক উন্নতি হয়েছে- নারী শ্রমিকদের কাজের হার ২০১০-১২ সালে ৩২% থেকে বেড়ে ২০১১-১২ তে হয়েছে ৩৪%।	১০	৩
অভিযোগ নিরসন : • আইনি বিধানে অভিযোগ নিরসন ১৫ দিনের মধ্যে করার কথা থাকলেও তা আগের মতই অকেজো হয়ে আছে। অভিযোগ জানালে অভিযোগকারীর সঙ্গে অপরাধীর মত ব্যবহার করা অব্যাহত। • এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মাত্র ৪ জন অভিযোগ নিরসনকারী নিয়োগ করা হয়েছে, যদিও এদের সব জেলাতে নিয়োগ করার কথা।	১০	০
মোট	১০০	৭

প্রগতি পত্র : গণবণ্টন ব্যবস্থা (সস্তায় খাদ্য)

বিবরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
পরিষেবা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ • গত ১০ অক্টোবর ২০১১ তে ১০ টি দরিদ্রতম জেলার জন্য বাড়তি বরাদ্দ ২.৫৯ মেট্রিক টন খাদ্য এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। • পরিষেবা ক্ষেত্রের অল্প সম্প্রসারণ হয়েছে জঙ্গলমহলের ২৩ টি ব্লকে যেখানে আদিবাসী পরিবারদের বার্ষিক ৪২০০০ টাকার নীচে এবং অনাদিবাসী পরিবারদের বার্ষিক ৩৬০০০ টাকা কম আয় হলে এই পরিষেবার আওতায় পড়বে।	১০	২
পরিবার পিছু খাদ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি • কেন্দ্রিয় বরাদ্দ করা খাদ্যের থেকে খাদ্য তোলার পরিমাণে উন্নতি । • পরিবার পিছু খাদ্য বরাদ্দ বাড়িয়ে সপ্তাহে ১০ কেজি থেকে বাড়িয়ে ১৭ কেজি করা হয়েছে। • কিন্তু বরাদ্দ করা বর্ধিত খাদ্য উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।	২০	৮
দাম • দাম না বাড়িয়ে বাড়তি খাদ্য আগের মতোই সস্তা দরেই দেওয়া হচ্ছে- রাজ্য সরকার চালের জন্য বাড়তি ভর্তুকী দিচ্ছে। • কিন্তু রেশন ডিলাররা খুচরো পয়সা না নিয়ে টাকায় দাম নিচ্ছে (যেমন ৪ টাকা ৬৫ পয়সা কেজির জায়গায় ৫ টাকা করে নিচ্ছে) ফলে উপভোক্তারা পুরো সুবিধা পাচ্ছে না।	১০	৬
গণবণ্টন ব্যবস্থার সংস্কার : ব্যক্তিগত মালিকানায় ডিলার ও হোলসেলার তুলে দেওয়া • শাসক দলের নেতাদের রেশন ডিলার এ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক করার প্রচেষ্টাকে শাসক দল বিরোধিতা করেছে। • ব্যক্তি মালিকানাধীন রেশন দোকান তুলে দিয়ে পঞ্চায়েত, সমবায়, মহিলা গোষ্ঠী ইত্যাদিকে দেওয়ার জন্য এখনও কোন নীতি বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। • খাদ্য সরবরাহে মধ্যসত্ত্বভোগী হটাতে কেন্দ্রিয় সরকারের নির্দেশ মত ঘরে ঘরে / দোকানে দোকানে সরকারি তত্ত্বাবধানে সরাসরি খাদ্য সরবরাহ নাম কা ওয়াস্তে করা হচ্ছে।	১৫	৬
গণবণ্টন ব্যবস্থার সংস্কার : তথ্য কম্পিউটারভুক্ত করা ও ভুতুড়ে রেশন কার্ড • মন্ত্রীর হিসাব মত ১ কোটি ৪০ লক্ষ ভুতুড়ে কার্ডের মধ্যে বারবার হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও মাত্র ২.৫% বা ৩.৫ লাখ কার্ড উদ্ধার হয়েছে • রেশন কার্ড ও তথ্য কম্পিউটারভুক্ত করার জন্য বিশেষ দল (Task Force) গঠন করা হয়েছে।	১০	২
গণবণ্টন ব্যবস্থার সংস্কার : তদারকি কমিটি পুনর্গঠন • রাজ্য স্তরে মন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং কমিটির প্রধান। প্রত্যেক স্তরে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির মনোনয়ন। কিন্তু জেলা ও মহকুমা স্তরে তদারকি কমিটির সভা ডাকতে প্রশাসনে প্রচণ্ড অনীহা। • ব্লক ও দোকান স্তরে কমিটিগুলি এখনও পর্যন্ত গঠনই করা গেল না।	১৫	৬
গণবণ্টন ব্যবস্থা : স্বচ্ছতা রক্ষায় ব্যবস্থা • অভিযোগ জানানোর জন্য বিনা দক্ষিণায় (টোল ফ্রি) টেলিফোন- কিন্তু কাজ করে না বলে অভিযোগ । • খাদ্য বরাদ্দের তথ্য জনগণকে দেওয়ার জন্য সরকারি আদেশ নামা জারি কিন্তু খাদ্য পরিদর্শকরা সাপ্তাহিক বরাদ্দের তথ্য জনসাধারণকে দিতে চান না।	১০	২
খাদ্য সংগ্রহ : • স্থানীয়ভাবে খাদ্য সংগ্রহে গুরুত্ব প্রদান এবং সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি। • খাদ্য কেনায় স্বচ্ছতা রাখতে আবশ্যিকভাবে চাষিদের চেকে অর্থ প্রদান। • কিন্তু বিকেন্দ্রিত উপায়ে চাষিদের থেকে খাদ্য সংগ্রহে সরকারি পরিষেবার অভাব এবং চাষিদের ব্যাঙ্কের চেকে টাকা দেওয়ায় অসুবিধা। • কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছে টাকা নেই যে তারা সরাসরি নগদে ধান কিনবে- ফলে নির্ভর করতে হচ্ছে সেই চালকল মালিক ও মধ্যসত্ত্বভোগী দালালদের উপর যারা পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে।	১০	৪
মোট	১০০	**৩৬**

প্রগতি পত্র : বনাধিকার আইন ২০০৬-এ বনবাসীদের অধিকার

বিবরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
আইন সম্বন্ধে সরকারি উদ্যোগে বনবাসীদের সচেতন করা • কোন সচেতনতা শিবির বা প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়নি বনাধিকার আইন ২০০৬ এর প্রচারে	২০	০
বনবিভাগ ও নোডাল বিভাগ। • যদিও আইন রূপায়ণের দায়িত্বে (নোডাল বিভাগ) অনুন্নত জাতি কল্যাণ মন্ত্রক কিন্তু বনে এখনও পর্যন্ত বন বিভাগ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।	২০	০
বনবাসীদের বনাধিকার প্রদান • বনাঞ্চলের গ্রাম কমিটিগুলির দাবির ৭০ শতাংশ প্রশাসন বাতিল করেছে যদিও আইনে বনের গ্রাম কমিটিগুলির সিদ্ধান্তই আইনসিদ্ধ ও চূড়ান্ত বলে মানার কথা। • নতুন সরকারও এই বিষয়টি পরিবর্তনে এখনও পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।	৪০	০
জঙ্গলমহল ও অন্যান্য পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে বনাধিকার • বিক্ষিপ্তভাবে জঙ্গলমহলের অধিবাসীদের জন্য বনাধিকার নিয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঘোষণা ছাড়া কিছু করা হয়নি। • সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের মত পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের জন্যও কিছু করা হয়নি।	২০	০
মোট	১০০	০

প্রগতি পত্র : ন্যূনতম মজুরী

বিবরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
ন্যূনতম মজুরী সংশোধন • ৬১ টি পেশার মধ্যে ৩১ টি পেশার জন্য ন্যূনতম মজুরী হার সংশোধন করে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি। • পূর্বসূরি বামফ্রন্টের মত মজুরী নির্ধারণে ২৭০০ ক্যালোরি হিসাব (১৫ তম আইএলসি'র সিদ্ধান্ত মত) পূরণ করা হয়েছে। • খাদ্য তালিকা বিগত বামফ্রন্টের মতই আছে। প্রয়োজনীয় ক্যালোরির ৬০ শতাংশ পূরণ করা হয়েছে ভাত থেকে যা সস্তা অর্থাৎ মজুরী হার কমায় কিন্তু খাদ্য হিসাবে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। • সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য-স্বাস্থ্য, শিক্ষাখাতে কোন কিছু ধরা হয়নি। • বিভিন্ন পেশার বা ব্যবসার মালিকদের আনা কোর্ট ইংজাংশন দূর করার জন্য কোন আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। • রাজ্য ন্যূনতম মজুরী উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়নি। • সরকারি উদ্যোগে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা-বাগানে একলাফে ১৭ টাকা মজুরী বৃদ্ধি। • এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে চা-বাগান মালিকদের বাধ্য করানো গেছে যে তারা আগামী ৬ মাসের মজুরীর মধ্যে মহার্ঘ ভাতার বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন। • চা-বাগানে মজুরী দৈনিক ৮৫ টাকা হলেও তা কৃষি মজুরদের ন্যূনতম মজুরী দৈনিক ১৬৭ টাকা থেকে অনেক কম। • জোন-এ-র বর্ধিত মজুরী সব শহরাঞ্চলে প্রযোজ্য হবে।	২৫	১১
ন্যূনতম মজুরী আইন রূপায়ণ • এই আইন রূপায়ণে এখনও পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।	৪০	০
মজুরদের অভিযোগ দ্রুত নিরসনে উদ্যোগের অভাব • শ্রম আদালতগুলির অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, আগের মত অবস্থায় আছে।	২০	০
অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিকদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান • কোন কিছু করা হয়নি।	৫	০
বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি • ব্যবস্থা নিতে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।		
মোট	১০০	**১১**

প্রগতি পত্র : অসংগঠিত ক্ষেত্র ও ঠিকা শ্রমিক নিরাপত্তা

বিবরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
অসংগঠিত ক্ষেত্র সামাজিক কল্যাণ আইন-এ শ্রমিকদের নথীভুক্তকরণ • ক্ষমতায় আসার প্রথম মাসে শ্রমিক নথীভুক্তকরণে উদ্যোগ গ্রহণ। • নথীভুক্তকরণে স্বয়ং শ্রমমন্ত্রী ও আধিকারিকদের কাজের জায়গায় গিয়ে নাম নথীভুক্ত করা-ব্যাপক প্রচার করা কিন্তু পরে আর কিছু (ফলোআপ) না করা। • এই আইনের রূপায়ণে সরকারি কোন অর্থ বরাদ্দ না করা।	১০	২
অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিকদের নিরাপত্তা • শ্রমশক্তির ৯৩ শতাংশ যারা অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক, তারা এখনও সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তাহীন। • এই শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য কোন বিশেষ সংরক্ষিত আইন (আমব্রেলা লেজিসলেশন) নেই। • সম কাজে সম মজুরী আইন কার্যকরী / রূপায়ণ করা হয় না। • ২য় জাতীয় লেবার কমিশন-এর পরামর্শ মত কোন আইন প্রণয়ন বা ত্রিপাক্ষিক বোর্ড গঠন করা হয়নি।	১৫	০
ঠিকা শ্রমিক • ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও রদ) আইন কার্যকরী করা হয়নি। • স্থায়ি কাজে বে-আইনিভাবে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ অব্যাহত। • সরকার বে-আইনিভাবে নিজেই ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করে চলেছে (যেমন জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগে (পিএইচই) পাম্প অপারেটর।	১৫	০
আইন মানতে বাধ্য করানো • শ্রম আইন মানা বাধ্য করতে নতুন কোন সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। • শ্রম আইন ভঙ্গকে তেমন কোন অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না- এই আইন ভঙ্গ করাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে ধরা হয় না। • পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে সারা ভারতে কায়িক শ্রমে ইচ্ছুক শ্রমিক সরবরাহ করার প্রধান কেন্দ্র তথাপি রাজ্যে শ্রমিক ঠিকাদারদের নাম কোনভাবে নথীভুক্ত করা হয় না এবং রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই।	৩০	০
শ্রম আদালত • বাস্তব অর্থে অকেজো, অস্তিত্বহীন- বছরের পর বছর মামলা ঝুলে থাকে, নিষ্পত্তি হয় না-ফলে শ্রমিকদের হেনস্থা ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।	৩০	০
মোট	১০০	২